পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

সবিনয় নিবেদন

নাট্য পরিচালকের অবকাশ রয়েছে বর্তমান কাব্যনাট্যকে তাঁর আপন-সৃষ্টি করে তুলবার। বস্তুত, কোনো নাটকই বইয়ের পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ নয়, মঞ্চেই তার সম্পূর্ণতা। রচনা-কালে পরিচালকের ভূমিকাতেও নাট্যকার নিজেকে সংস্থাপিত করে থাকেন, অতএব, নিচের কয়েকটি বাক্য এখানে লিপিবদ্ধ করে রাখছি।

আমার কল্পনায়, বর্তমান নাটকের মঞ্চ তিনদিকই কালো পর্দায় সজ্জিত। মঞ্চের মাঝখানে একটি চেয়ার; কাঁঠাল কাঠের তৈরী, বহু ব্যবহারে তৈলাক্ত এবং মসৃণ।

গ্রামবাসীর সংখ্যা প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারিত করা যেতে পারে; তবে নারী-পুরুষ অবশ্যই বিভিন্ন বয়সের হতে হবে। নিম্নপক্ষে গ্রামবাসীর সংখ্যা কুড়ি হলে ভালো হয়। আমি অন্তত একজন বৃদ্ধাকে কল্পনা করেছি যার বয়স একশত বৎসরের কাছাকাছি; একজন বৃদ্ধা, যে অন্তত নব্বুই।

গ্রামবাসীর সংলাপ আমি একটানা রেখে দিলেও পরিচালক বিভিন্ন বক্তার জন্যে তা ভাগ করে নেবার প্রয়োজন দেখবেন। এ নাটকে নেপথ্য শব্দ এবং মঞ্চের ওপরে নিয়ন্ত্রিত আলোর ভূমিকা যে কোনো চরিত্রের মতোই অনিবার্য এবং অপরিহার্য।

মঞ্চে মাতবরের মেয়ের আবির্ভাব মুহূর্ত থেকে নেপথ্য শব্দের মাত্রা বৃদ্ধি করে পরিণতিতে পৌছুতে হবে। যদি নাটকে বিরতি দেবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে মাতবরের মেয়ের আবির্ভাবের পর মাতবরের প্রথম সংলাপের শেষে তা দেয়া যেতে পারে। ঐ সংলাপের পর মঞ্চে উপস্থিত প্রতিটি চরিত্র, যে যে-ভঙ্গীতে ছিল, স্থাণু হয়ে যাবে, পর্দা পড়বে; বিরতির পর পর্দা উঠলে আবার তাদের ঐ একই ভঙ্গীতে স্থাণু দেখা যাবে এবং কয়েক মুহূর্ত পর তারা সচল ও সরব হয়ে উঠবে। পীর সাহেবের সংলাপ কোথাও কোথাও ওয়াজের সুরে উচ্চারিত হতে পারে; অভিনেতা এবং পরিচালক সংলাপের সেই অংশগুলো আবিষ্কার করে নেবেন।

নাটকের শেষভাগে যে পতাকার কথা বলা হয়েছে তার আয়তন গোটা মঞ্চ-ক্ষেত্রের এক চতুর্থাংশ হতে হবে।

দর্শক সমাগম শুরু থেকেই মঞ্চ অনাবৃত থাকবে; স্তিমিত একটা সাধারণ আলোর ভেতরে অপেক্ষাকৃত জোরালো আলোয় চেয়ারটি উদ্ভাসিত থাকবে। নেপথ্য থেকে বাঁশি ও ঢাকের মিলিত একটা সঙ্গীত শোনা যাবে; সে সঙ্গীত হৃদস্পন্দন অথবা তালে তালে বহু পদশব্দ এগিয়ে আসবার অভিব্যক্তি। প্রতিভাবান পরিচালক উপরোক্ত যে কোনো বা সব ক'টি নির্দেশই অনুপস্থিতি গণ্য করে নিজের কল্পনা প্রয়োগের পূর্ণ স্বাধীনতা অবশ্য রাখবেন।

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ — ***সৈয়দ হক***

লণ্ডন

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

কুশীলব
মাতবর
পীর সাহেব
মাতবরের মেয়ে
পাইক
গ্রামবাসীগণ
তরুণদল
মুক্তিযোদ্ধাগন

দলে দলে গ্রামবাসীরা চারদিক থেকে এসে দাঁড়ায়।

গ্রামবাসী। মানুষ আসতে আছে কালীপুর হাজীগঞ্জ থিকা
মানুষ আসতে আছে ফুলবাড়ী নাগেশ্বরী থিকা
মানুষ আসতে আছে যমুনার বানের লাহান
মানুষ আসতে আছে মহররমে ধুলার সমান
মানুষ আসতে আছে ছিপ ডিঙি শালতি ভেলায়
মানুষ আসতে আছে লাঠি ভর দিয়া ধুলা পায়
মানুষ আসতে আছে বাচ্চাকাচ্চা—বৌ—বিধবা বইন
মানুষ আসতে আছে আচানক বড় বেচইন
আম গাছে আম নাই শিলে পড়ছে সব
ফুলগাছে ফুল নাই গোটা ঝরছে সব
সেই ফুল সেই ফল মানুষের মেলা
সন্ধ্যার আগেই য্যান ভরা সন্ধ্যাবেলা
কই যাই কি করি যে তার ঠিক নাই।
একদিক ছাড়া আর কোনোদিক নাই।
বাচ্চার খিদার মুখে শুকনা দুধ দিয়া
খাড়া আছি খালি একজোড়া চক্ষু নিয়া।

প্রচণ্ড স্বরে জেকের করতে করতে পীর সাহেব আসেন। হাতে লম্বা পাকানো তৈলাক্ত লাঠি। পরনে, শাল জোব্বা। বুকে কোরাণ শরীফ বাঁধা।

পীর। লাইলাহা ইললেললাহ, লাইলাহা ইললেললাহ
লাইলাহা ইললেললাহ, লাইলাহা ইললেললাহ

পীর সাহেব প্রত্যেক দলের সামনে যান, তাদের মুখ দেখেন ঘনিষ্টভাবে।

পীর। এই, কি চাস, কি চাস তোরা ?
মাদি—মরদ জোড়া জোড়া
খাড়ায়া আছো সঙের ঘোড়া
শ্বাস নিবার শব্দ নাই
মুখে কোনো বাক্য নাই।
কি চাস, কি চাস তোরা ?

গ্রামবাসী। চাই মাতবর সাবেরে
চাই মাতবর সাবেরে
চাই মাতবর সাবেরে
চাই মাতবর সাবেরে
তিনি কই
তিনি কই
তিনি কই
তিনি কই
তার তো জানা আছে আসছি আমরা
তার তো শোনা আছে আসছি আমরা
তার তো দেখা আছে আসছি আমরা
তার তো হুঁশ আছে আসছি আমরা
কই, তিনি কই
কই, তিনি কই
কই, তিনি কই
কই, তিনি কই
যদি জানেন আসতে বলেন তারে
যদি জানেন আসতে বলেন তারে।
বাবা আপনেরে পীর বইলা মানি
বাচ্চা যখন জ্বরে কাতর আপনের কাছে আনি
মউতকালে আমরা চাই আপনের হাতে পানি
বাবা আপনেরে পীর বইলা জানি।
যদি জানেন আসতে বলেন তারে।

পীর। আসবে আসবে সে, না আইসা কি পারে
ঝড়ের খবর আগে পায় বড়গাছের ডাল
বানের খবর আগে পায় যমুনার বোয়াল
খরার খবর পয়লা জানে ছিল—শকুনের বাপ
আর, জারের খবর পয়লা জানে আজাদাহা সাপ
সে না আইসা কি পারে ?

গ্রামবাসী। দোহাই বাবা আসতে বলেন তারে।

যুবকদলের প্রবেশ

গ্রামবাসী যুবক। অতো কাকুতি—মিনতি ক্যান?
তোতো-বোতো ক্যান?
দ্যাখ্যা যদি তিনি নাই দিতে চান

হাতে ধইরা না, পায়ে ধইরা না,
ঘাড়ে ধইরাই আন।
অতো প্যাচাল
অতো ভ্যাজাল
অতো প্যানর—প্যানর ক্যান?

পীর। আর, তদেরই বা অতো গজর গজর ক্যান?
মানী মানুষের ইজ্জত করা চাই।
বটগাছে যদি কুড়াল মারস, চৈতমাসে তার ছায়া নাই।

গ্রামবাসী যুবক। আমরা তার দেখা চাই।

পীর। সে তো কয় নাই দিমু না তদের দ্যাখা
সে তো কয় নাই
খোড়লে সানধাই
শিয়লের মতো পলাইয়া যাই
নিজের গেরাম থিকা?

যুবক। শিয়ালের কথা কইলেন বাবা
তার মধ্যেই আছে মরতবা
সন্দেহ করি তিনি আইজ আর বাড়িত নাই
চম্পট দিছে হাঁচাহাঁচাই।

গ্রামবাসী। মাতবর সাব, বাড়িত আছেন?
দরজা খোলেন, জলদি আসেন
রদ্দুরে গাও পুইড়া যায়
তিয়াসে বুক শুকায়া যায়
সময় বুঝি ফুরায়া যায়
মাতবর সাব, বাইরে আসেন।

পাইক আসে। হাতে লম্বা লাঠি। লাঠির ভেতরে গুপ্তি।

পাইক। ফাঁকে যাও সব, সইরা খাড়াও
মাতবর সাবে আসতে আছেন, জায়গা দ্যাও।
ছাগলের মতো ভীড় কইরো না
দুইচাইর জন তার বেশি কেউ কাছে থাইকো না
যাও, যাও, সব নামায় দাও।

মাতবর আসে। চেয়ারে বসে।

গ্রামবাসী। সেলামালেকুম, সেলামালেকুম।
লোকের চক্ষের ঘুম বন্ধ হয়া গ্যাছে
খ্যাতের উপর দিয়া লু—হাওয়া উড়ায়া নিতাছে
অনেকেই কইতাছে
আসে ঐ মুক্তিবাহিনী পুব দিক দিয়া

যমুনা সাঁতার দিয়া
আইজ কিংবা কাইল বড়জোর
সক্কলের বুকের ভিতর
কানা এক জন্তুর লাহান খঅলি কি য্যান লাফায়
আর নাকি ছিঁড়া খায়
কোনোদিকে কোনো কিছু না দেইখা উপায়
সতেরো গাঁয়ের সব ছেলে বুড়া বৌ গেরস্তরা
আইলাম আপনের কাছে। এখন কি করা?
আপনেরেই মাও—বাপ জানি, কইছেন আগে
মুক্তিবাহিনী থিকা দূরে থাকা লাগে
তারা নিজেরই ছাওয়াল আর ভাই—বেরাদর
হইলেও কইছেন তা দুষমনের চর
কইছেন কুটুম্বিতা নাই তার সাথে
আসলে এ দ্যাশ তারা দিতে চায় দুষমনের হাতে।
করি কি উপায়?
তারা আইজ কিংবাকাইলই আইসা যায়।

পীর। লাইলাহা ইললেললাহ, লাইলাহা ইললেললাহ।

গ্রামবাসী। কেউ কেউ আরো কয় জেলার সদর
আর যত বড় বড় বাজার বন্দর
সবি তারা নিয়া নিছে তাদের দখলে
নতুন নিশান আইজ উড়ায় সকলে।
নিজ চক্ষে দেখি নাই, শোনাশোন কথা
জঙ্গলে আগুন য্যান জ্বলে নিজ থিকা।

মাতবর। নিজ চক্ষে দ্যাখো নাই সেটা বোঝা যায়
চক্ষুর চেয়েও দূরে দুই কান যায়
শোনো নাই মানুষের মরণ—চিৎকার?
আওয়াজ কি পাও নাই আগুন লাগার?
দ্যাখো নাই সেই তাপে লাল আসমান
ভোরের আগেই এক ভয়ানক ভোরের লাহান?

গ্রামবাসী। খোলা ছিল কান। তয় মানুষ যখন
বাচ্চার লাহান হয়, হয়া যায়, মরণ—বাঁচন
চিকন সুতরার ‘পরে যখন দাঁড়ায়
শরীলের বল শক্তি যখন ফুরায়
তখন কি বাকি থাকে দুই কান খোলা রাখা ছাড়া?
কান দিয়া দিছি কাউল সারা রাইত আন্ধার পাহারা।
শুনি নাই কিছু শুনি নাই
শুনি নাই কিছু শুনি নাই
কেবল বাতাস ছাড়া আর কিছু শুনি নাই দুই কান দিয়া।
একবার মনে হই তামাম দুনিয়া
গরীব গেরস্তঘে য্যান এক নতুন পোয়াতি
বিরাট আন্ধারে শোয়া, নিভা গেছে বাতি,

তখন উঠলে ব্যথা যেরকম থরথর করে
সারা রাইত গ্যাছে তাই সক্কলের বুকের ভিতরে।
আপনের হুকুম মতো এই সারা সতেরো গেরামে
কোনোদিন কোনো ব্যাটা মুক্তিবাহিনীর নামে
আসলেই খেদায়া দিছি যেমন ভিটায়
খা—খা কাক ডাকে দুপুর বেলায়
লাঠি হাতে বৌ—ঝি খেদায়।
আপনের হুকুম মতো খোলা রাখছি চাইরদিকে চোখ
গেরামের মধ্যে কোনো সন্দেহজনক
ঘোরাফেরা দেখরেই পাছ নিছি সাপের মতন
হুজুরে হাজিরও ককছি দুইচাইরজন।
তার মধ্যে কারো কারো রক্ত কাল্ করা চিৎকার
শোনা গ্যাছে। আচানক য্যান কারবালার
সয়িা—কালা বিরাট চাদর
জাপটায়া ধরছে বাড়িঘর।
তবু কিছু কই নাই আপনের হুকুম
আল্লার রশির গোড়া শক্ত কইরা হইরা গেছি ঘুম
পইড়া থাকছি মড়ার লাহান
তফাৎ যখন নাই জীয়ন্তেও মড়ার সমান
জাগনা আর ঘুম একই কথা
নতুন কলমি শাক আর বিষলতা।

যুবক। কিছু যে কন না কথা মাতবরসাব?
আপনারমুখে তো আগে দেখি নাই কথার অভাব?
কি বাহার কথা য্যান বিয়ার মজলিশে
বুড়া বর গাও ভইরা অলঙ্কার দিছে।
বর্ষার কইমাছ কথা ফাল পাড়ে।
বাক্য না আমের ঝোপা ডাল ভাইঙ্গা পড়ে।

মাতবর। বেয়াদপ বেশরম, আমারই উঠানে
আমারই মুখের পরে? তরে আর জানে
বাঁচাবো না। দাও দিয়া কোপায়া কাটব।
জিহ্বা ছিঁড়া কুত্তারে খাওয়াবো।

যুবকদল। খাড়া আছি দ্যাখবার চাই।

মাতবর। আমিও তোমারে আজ দেখাবারই চাই।
এই, অরে ঘর, অরে বান।—
সক্কলে খাড়ায়া আছোমূর্তির লাহান?
কথা কানে যায় নাই? হুকুম দিতাছি,
নিয়া আয় কাছি।
অরে আষ্টেপিষ্টে বান।— কি হইলো, এতগুলা জুয়ান—মরদ?
শিঙ তুইলা ছুইটা আসলে পাগলা বলদ
একাই সামাল দিছ, ডর করছো না;
যখন উঠছে খলখলায়া যমুনা

জ্বিনে ধরা যুবতীর লম্বা কালা ক্যাশের লাহান
চৈতের ঝড়ের ঝুটি ধইয়া দিছ টান
ফিরা আইসছো ঘরে।
আর আইজ লোক নাই এতগুলা লোকের ভিতরে?

পীর। লাইলাহা ইললেললাহ, লাইলাহা ইললেললাহ।

মাতবর *(স্বগত)*। ওর মইধ্যে কি আছে জানি না।
অচিন হইয়া যয় চিরকাল্যা চিনা।
এতকাল যা দেখছি দুইচক্ষু দিয়া
য্যান কেউ নিয়া গ্যাছে এক্কো থাবা দিয়া
য্যান একটা ছোঁ মারলো আচাভুয়া পাখি
সোনার দালান খইসা ঝরে কাদামাটি।

পাইক। হুজুর হুকুম দিলে একছুটে যাইবার পারি
যেখানে আস্তান নিয়া আছে মেরেটারি।
তেনারা আসরে পরে সোজা তারে সোপর্দ করেন।
মাতবর। নিজের মুরাদ নাই, অন্যরে ডাকেন?
(স্বগত) আসলে, ডর লাগছে, ডর পাইছে, ডর ধরছে, ডর,
চিকন সাপের মতো ডর ঢুকছে বেহুলার লোহার বাসর।

গ্রামবাসী। মাতবর সাব, কিন্তু কথাগুলা বুইঝা দ্যাখেন
রাগঝাল যা কিছু করেন আর যা কিছু বলেন
আপনেরই ছেলের সমান
তা হইক না নাদান।
রাগ হইল একখান আশীর উপর
এক পরদা ধুলার আস্তর;
না মুছলে জিলকি তার অবিলম্বে লয়।
তাই বিবেচনা কইরতে য্যান মর্জি হয়
হুজুরের। আকাট মোল্লার হাতে আধা জবো গরুর মতন
মানুষের হালৎ এখন।

মাতবর। নিতান্ত আশ্চর্য হয়া শুনতাছিকত না সাফাই;
অথচ স্মরণশক্তি একেবারে চরে ঠ্যাকে নাই-
এই সেদিনও আমার
এতটুক অপমানে মনে করছো দুনিয়া আন্ধার।

পীর। আম পুতলে চিরকাল আম
হইয়াছে, জাম পুতলে জাম।
পানির উপর দিয়া
খালি পায়ে মানুষ না গিয়া
চিরকাল খোঁজ করছে নাও।
ভিতরে ভেদের কথা যদি শুনতে চাও
সময়ে দুই একজন পার হয়া যায়
খালি পায়।

সময়ে ফলের গাছে অতি মিষ্ট ফল
না ধইরা ধরে কর্মফল।

মাতবর। কথাটা কি আমারে কইলেন? পীর সাব?

পীর। কথা? কোন্ কথা? মানুষের মুখের কথা এমনি তাজ্জব
নিজের কথার পরে নিজ স্বত্ব নাই।
একবার তোলা গেলে রব, হয়া যায় জনরব
কথার মতন কথা তার কোনো পাত্রভেদ নাই।
আরো কই, যার পায়ে রশি বান্ধা থাকে
টান দিলে তারি পায়ে আগে টান লাগে।

মাতবর। অপনের যখন যা মর্জি হয়
তাই কন। তয়, আমারে একটুখানি সময়
দিবেন। এরা আসছে দরবারে বহু দরকারি
কথা নিয়া। গায়েবি আপনের হাতে, আর আমার দুনিয়াদারি।

গ্রামবাসী। মাতবর সাব, বেহুদা কথায় আমাদের কাম নাই
সহজ কথায় এই দুনিয়ায় জীবিত থাকতে চাই
পানি দিয়া চাইল দিলেও চুলায় ভাত ফুটতে না চায়
আগরবাতির মতো মউতের ঘেরানে গেরাম ছায়
চাইরদিকে য্যান ধপাধপ পড়ে শত কোদালের কোপ
কবর খোঁড়ার আওয়াজ উইঠাছে য্যান কামানের তোপ
অচিন হঠাৎ লোক দেইখাছি কুতুবের মতো খাড়া
সাড়ে পাঁচ হাত, কথা নাই মুখে, দুয়ারে হাজির তারা,
বুকের ভিতরে ফাল পাড়ে পাখি কখন উইড়া যায়
ঢাকে আসমান জমিন হঠাৎ তার কালা জোব্বায়।

মাতবর। বুঝছি, বুঝছি সব, আর কিছু কওয়া লাগবে না
এমন কথার সাথে দাদা—কাইল্যা চেনা।
মনে আছে, সেই সনে ঘোর এক অমাবইশ্যা রাইতে
হাজীগঞ্জ থিকা আমি রওয়ানা দিয়াছি। সোজা বাড়িত যাইতে
পরে পরথমে পাথার, তারপর শ্মশান একটা, সাথে আছে
কয়েকজন দোকানদার। তারা কয়, মিয়াসাব, পাছে পাছে
কি য্যান আসতে আছে।
যত কই, ও কিছু না, পা চালাইয়া চলো—
ততই মানুষ য্যান এলাইয়া গ্যালো।
নিজেদের মধ্যে তারা ফিসফাস করে—
অ ভাই, স্মশানঘাটে মড়ার পানজরে
পা দিয়া খাড়ায়া আছে পাহাড়ের সমান মানুষ
সারা গায়ে বস্ত্র নাই। অনেক বেহুঁশ
হয়া যায়—যায় মতো। আমি ছাড়া অন্য লোক নাই
যে আছিল খাড়া। কও দেখি, তোমরাই
কও, একবার সত্য কইরা কও,
যতই দুর্বল হও

দেওপরী তত বেশি জাঁক দিয়া ওঠে
কি না ওঠে? ডরাইন্যার মন থিকা ছোটে
পাথারে ভূতর ঘোড়া। ডর হইল ডংকার লাহান
একবার বাড়ি দিলে যায় না থামান,
ডুমডুম করতেই থাকে। ডর এক আজব কারখানা
একবার পাইলে বাহানা
চক্ষের নিমেষে লক্ষ মূর্তি খাড়া করে।
শরীলের রক্তের ভিতরে
যেমন ঢুকলে পারা সারা গায়ে ঘা হয়া বারায়
ডরের আসল কাম তারো চেয়ে বেশি দূরে যায়—
আত্মায় সুরাখ কাটে। ডরাইন্যার দিল
দেখতে না দেখতেই য্যান ঝুরঝুরা পুরান দলিল।
বুঝছনি কথা?
আগাছা অচিন লতা
ওকড়া কুশ বাদ দিয়া খ্যাতের ভিতরে
আল্লার মেহেরবানি যে রকম শস্য তোলে ঘরে,
কও দেখি আসল কথাটা, আমি শুনবার চাই।

গ্রামবাসী। জানতে চাই
জানতে চাই
জানতে চাই
জানতে চাই

মাতবর। আরে, কও না?

গ্রামবাসী। শুনতে চাই
শুনতে চাই
শুনতে চাই
শুনতে চাই

মাতবর। আরে, কও না?

গ্রামবাসী। শোনাশোন কথা শুনছি যাই
মিছা কথা কি না শুনতে চাই
জানতে চাই বুঝতে চাই
যে আমাদের কোনো বিপদ নাই।

পীর। লাইলাহা ইলেলেললাহ, লাইলাহা ইলেলেললাহ।

গ্রামবাসী। বুঝতে চাই
বুঝতে চাই
বুঝতে চাই
বুঝতে চাই।

মাতবর। কও দেখি, বিপদ কোথায় নাই?

কোন কামে নাই?
আর সকল কামের চেয়ে বড় হইল দেশ রক্ষা করা।
এ তোমার এমন না যে হাল দিয়া জমি চাষ করা
অথবা ভালুই দিয়া ইচা মাছ ধরা।
দেশ রক্ষা করা হইল পানি না নাড়ায়া
পানির উপরে ঠিক রাখা নিজ ছায়া।
আর মিয়া, তারো চেয়ে শক্ত শত গুণ
দেশের ভিতরে যদি ধইরা যায় ঘুন।
দুষমনের পয়দা হয় যখন ভিতরে
যখন ভিতর থিকা খুঁটি ভাইঙ্গা পড়ে,
তখন সে কাম বড় সত্যই কঠিন।
ঠাঠা পড়া দিন।
তখন বিপদ ধরে চাইরদিক থিকা জাপটায়া,
তখন নিজের চিন্তা বেবাক ফালায়া
জমিতে খাড়ায়া থাকে লাগে শক্ত পায়;
নতুবা রঙীলা নাও দশ হাত পানিতে তলায়।

পীর। কারবালায় কেহ মরে নিজের ধান্দায়
কেহ নিজ প্রাণ দিয়া দশেরে বাঁচায়
নিজে না পাইলে ধন মাথা থাপড়ায়
তারে মাফ করে না আল্লায়।
দ্যাখো রে নাদান বান্দা নিজ মনে ভেবে।

মাতবর। সত্য কথা কইছেন সুন্দর সংক্ষেপে।

পীর। সংক্ষেপ বইলাই সত্য কথার যে ধার
অন্য পরে করে না বিচার।
নিজের কথায় নিজে সময়ে শিকার।

মাতবর। যাই হইক, সকল কথার শেষে কই ভাইসব,
যেখানে যা শোনো রব
শোনো কান—কথা
ডাহা মিছা কথা।
কোরাণে ফরমান আল্লা হযরত সাক্ষী
কারো সাধ্য নাই মারে যদি আমি রাখি।
মনে নাই দরিয়ার পানি দুই ভাগ হয়া যায়
চলে যান আশা হাতে মুসা নবী তাঁর ইশারায়?
আল্লার তরফে আছি আমরা যখন
ডর নাই, কোনো ডর নাই, দুষমন
নিজেই নিজের থিকা শেষ হয়া যাবে।
আল্লা ছাড়া গতি নাই যে পার করাবে।
ঈমান রাখতে পারো যদি তার পর
আবার সলোক হবে আন্ধার ঘর।
বিপদ শিয়াল হয়া জংগলে পলাবে।

গ্রামবাসী। আল্লার উপরে আপনে দিলেন যে ভাবে
সকল দায়িত্ব দিয়া, মনে হয় তাতে
নিজের করার কিছু নাই দুনিয়াতে।
অথচ তিনিই দিয়া দিয়াছেন হাত আর বুদ্ধি বিবেচনা;
কইছেন, তোমার ভাগ্য তোমারই রচনা।
ঘরে বন্ধ আছিলেন না দীনের মোস্তফা
নিজের চেষ্টায় তিনি না দিয়া ইস্তফা
মক্কা থিকা গিয়াছেন মদীনা শরীফে।
তেনার হুকুম আছে— চেষ্টা তুমি নিজেই করিবে।

মাতবর। চুপ রহো।
কুদরতের পরে ইজ করো সন্দেহ?
শয়তানের কাম
কুফর, নাফরমানি, বেদ্বীনি, হারাম।
এতদিন যে মাবুদ আপদে বিপদে
ঝড়ে বানে তুফানে গারদে
বান্দারে বুরেক সাতে লাগায় যে এক আল্লাতালা
পার কইরা নিয়া গ্যাছে তুফানে উতালা
কালা পানির উপর দিয়া, অকুল পাথারে
হাত ধইরা পাড়ে তুলছে, বুইলা যাও তারে?

গ্রামবাসী। মাতবর সাব, ঘুরায়া নিলেন আপনে সোজা কথাটারে।
কথায় কথায় খালি আল্লারে টানেন।
অথচ আপনের জানা না থাকুক, বাবা তো জানেন—
কম কইরা বিশ হাজার লোক আছি সতেরো গেরামে;
দুনিয়াদারির কামে
লাগা থাকলেও তারি মধ্যে দিনে পাঁচবার
পশ্চিমে ফিরায়া মুখ হুকুমে আল্লার
হাজিরার সময় হইলে সেজদায়
গেছি, তখন যেখানে খাড়া, খ্যাতে মাঠে হালোটে কাদায়,
নিধুয়া পাথারে, বানে কলার ভেলায়।
আতুড় এতিম অন্ধ যখন দেইখাছি
হাত ভইরা ভিক্ষাও দিয়াছি
যদিও নিজের ঘরে সবদিন জোটে নাই শুকনা শাকভাত
আল্লার হুকুমে তবু করি নাই মিসকিন তফাৎ।
জষ্টির দারুণ ঝড়ে দুনিয়ায় লাগলে মাতন
মসজিদের ছাদ ভাইঙ্গা পড়ছে যখন
ছুইটা গিয়াছি
বুকের পাঞ্জর খুইলা সারায়া দিয়াছি
যদিও নিজের ঘরে ভাঙ্গা চাল দিয়া
পানি ভইস্যা সারা রাইত হইছে দরিয়া।
মাথায় সুরুজ নিয়া খাড়া দিনমান
নতুন বুনছি ধান
সবুজের বানের লাহান।
হঠাৎ আচমকা

ধানে ধরছে পোকা।
শীষের ভিতরে ধান খোয়াবের ছাই হইয়াছে।
মড়ক সড়ক দিয়া শত শত লাশ নিয়া গ্যাছে।
আর যারা বাঁচা আছে তারা কচুঘেচুর সন্ধানে
আদার বাদাড় ভাঙ্গে। সারা দিনমানে
যা পাইছি তাই মুখে দিবার সময়
নিয়াছি আল্লার নাম। যদি ভাগ্যে হয়
এক লোকমা ভাত পামু আবার নিশ্চয়।

হাহাকারের মতো পীর বাবা জেকের করে ওঠেন।

পীর। লাইলাহাইললেললাহ, লাইলাহা ইললেলাহ।

গ্রামবাসী। অথচ আল্লার নামে আপনের ঘরে
কখনো কিছুর কম হয় নাই, য্যান থরে থরে
বাগিচায় বারোমাস্যা ফুলের বাহার।
বুঝি না আল্লার
কুদরত কারে কয়, কারে কয় বিচার আচার।
যাদের জীবন হইল জন্তুর লাহান
তারে কিছু দ্যাও নাই, দিয়াছো ঈমান;
আর যারে সকলি দিয়াছো, অধিকার
তারেই দিয়াছো তুমি দুনিয়ার ঈমান মাপার।

মাতবর *(স্বগত)*। এই হইল এক অসুবিধা
সাধারণ লোক নিয়া। তিতা
হয় জান। খেপলে াগুন
দিয়া পোড়ায় সেগুন।
কোনো চিন্তা বিবেচনা নাই।
কিনারায় পাল পাড়ে
অথচ গহীন গাঙে যারে
হাল ধইরা যাইতে হয়
সেখানে যে আলামৎ হয়
তার কোনো বোঝাসোজা নাই।

পাইক। হুজুর একটা কথা না কইয়া পারি না।
ওদিকে ভীড়ের মধ্যে বড় উত্তেজনা।
জুয়ান কতকগুলা ঘাড়ছাঁটা খাড়ায়া ক্যাবল
করে খলবল।
আমার সন্দেহ লাগে কি জানি কি হয়?
খবর দিবার মতো এখনো সময়
আছে। দেখবেন, ক্যাপটেন সাব
মেলেটারি আনলেই সব চুপচাপ।
যামু? যাই?

মাতবর। যাবি? যা। না, গিয়া কাম নাই।

আগে সব চিন্তা করা চাই।
কি আছে ইসের মধ্যে, ইসেতে কি নাই।
শরীলের কোনোখানে যখন চুলকায়
মানুষ হাতের কাছে যাইতাই পায়
তই দিয়া চুলকানি থামায়।
সময়ে হাতের কাছে গোক্ষুরার ল্যাজ;
যখন মালূম হয়, সাপে কাটা শ্যাষ।
আর কোনো পথ নাই?
কিছু নাই? কিছু বাকি নাই?

হঠাৎ কান পেতে শোনার চেষ্টা করে মাতবর।

মাতবর। একি! দূরে য্যান শব্দ শুনি যমুনার।
হঠাৎ ভাঙতে আছে খ্যাতের কিনার;
স্রোতের আঙুল দিয়া খালি হাঁচড়ায়
ভিটার তলের মাটি যমুনা সরায়।
সাবধান, সাবধান। নাকি ভুল শুনতে আছি?
কি হয়? কোথায়?
ও কিসের শব্দ শোনা যায়?
চুপ করো, চুপ করো, মুনতে দ্যাও, শুনি।

গ্রামবাসী। কোথায় যমুনা আর কোথায় যে পানি।
কাপাসের তুলা পানি আছিল আষাঢ়ে
য্যান এক জোলা গ্রীষ্মকালে তারে
পাকায়া চিকন সূতা চৈতের রদ্দুরে
টানা দিয়া রাখছে ঐ দেখা যায় দূরে।
কোথঅয় জোয়ার?
যতদূর চক্ষু যায় খাড়া দুই পাড়,
চিকচিক করে বালু, দুই একটা চিল উইড়া যায়,
শব্দ নাই কোনোখানে, যদি শোনা যায়,
তাও এক তপ্ত হাওয়া শোসায় ফোপায়
মাঝে মধ্যে। মাঠের পাতায়
ক্যাবল শুকনা হাওয়া নাচায় ফিরায়।

মাতবর। চুপ! একটা আওয়াজ কিসের?
অনেক দূরের থিকা হাটের মাঠের
গেরামের মাথার
উপর দিয়া হাওয়ার সোয়ার
ফেরার আসতে াছে ঘোড়ার দাপটে! শোনো নাই?
কেউ শোনে নাই!
কান পাতো। ভালো কইরা শোনো। শোনো, শোনা যায়
যায় কি না? কও কি না যায়?

গ্রামবাসী। আওয়াজ কোথায়? আর কোথায় ঘোড়ায়
কিসের সোয়ার নিয়া কোন্ দিকে যায়।

মাতবর। তবে যে নিজের কানে শুনলাম। কিভাবে সম্ভব?

গ্রামবাসী। নাই, নাই, নাই কোনো রব।

মাতবর। মিথ্যা কথা। বিশ্বাস করি না। এখনো আওয়াজ পাই,
তবু কও, নাই।
বেশ, আপনেরে জিজ্ঞাস করি, বাবা, আপনে তো আছেন;
কিছুই শোনেন নাই? য্যান খুব দূর থিকা? এখন শোনেন?
কান আরেকবার পাতেন।
যমুনার সেই পাড়ে। কিছু কি বোঝেন?
কন, আপনে কন, আমি শুনবার চাই—
আওয়াজ কি পাই খালি আমি একলাই?

পীর। না।

মাতবর। না?

পীর। আপনের শোনার সাথী আমিও ছিলাম।

মাতবর। সত্য কইরা কন?

পীর। কইলাম।

মাতবর। শোনেন আমি যা শুনি?

পীর। মাতবর সাব,
সোয়াল সহজ বটে, জবাবের কোণাকুণিভাব।
আসলে আপনের আগে এ খবর জরুরী পাওয়াতে
এখানে হাজির হই বিনা এত্তেলাতে।
সময় সংকীর্ণ খুব, পলকে পলকে
আন্ধার ঘনায়া াসে দিনের সলোকে।
আমি সময় নেবো না, সংক্ষেপে বুঝায়া দেব, মাতবর সাব,
সোয়ালের শোনেন জবাব।
দুনিয়ায় যাহা কিছু চোখে দেখা যায়
আর যাহা দেখা যায় মনের পর্দায়
দুই রূপ, দুই ভাব, দুই জন্ম তার—
যমজ জোড়ায় ভরে ভুলের সংসার।
একটার পরে কোনো নিজ হাত নাই
আরেক নিজের হাতে নিজেই বানাই।
হরেক জেড়াার মধ্যে চিকন সূতার
গুনটানা দেওয়া আছে ইধার উধার।
মানুষ যখন আর নিজের কব্জায়
থাকে না তখন সুতা শূন্যেতে মিলায়
তখন সীমানা পার হয়া চইলা যায়

সলোক সত্যের থিকা আন্ধার ধান্দায়।
এখন আপনর কথা, আপনের বেলায়—
আপনের মনের মধ্যে শুনতে যে পান
একবার যমুনার খলখলা বান
আবার ঘোড়ার পায়ে বেজায় দাপট
তামাম দুনিয়া করে উলটপালট,
আসলে সত্যই কন, সত্যই শোনেন, আর এখানে এই যে
এতগুলা লোক এরা, সত্যই কইছে—
তারা কিছু শোনে নাই। ঘটনা একটা ঘটে, দুই রূপ তার,
নির্ভর মোকামে হইল যেখানে যাহার।

মাতবর। সক্কলের যেখানে মোকাম
আমারও সেখানে। ামি এই সতেরো গেরাম
পর মনে করি নাই
ভিনন মনে ভাবি নাই।
আমার ভিটার চেয়ে দূরে চিন্তা করি নাই, আর
সকলেরে মনে করছি তারা য্যান আমারই সংসার।
তবে, আমি যে আওয়াজ পাই
আর কেউ পায় নাই।
এ কেমন, এ কেমন,
আপনেই কন?

পীর। কই। কিছুটা দূরের কথা।
কারবালার কথা
আছে কি স্মরণ?
মাতবর সাব, মনে রাখে কয়জন?
একে এক খুন হইলে নবরি দুলাল
প্রতিশোধ নিতে াবু হানিফা ভয়াল
তরোয়াল হাতে নিয়া সোয়ার ঘোড়ায়
মহাতেজে দুষমনের দিকে ধায়া যায়।
হানিফার ঘোড়া ছোটে আওয়াজ ঠাঠার
হানিফার ডরে সূর্য হইল আন্ধার
এই প্রতিশোদে হবে সৃষ্টি ছারখার
জরুরী হুকুমে নামে তখন পাহাড়
পাহাড় ঘেরিয়া ধরে আবু হানিফায়
হানিফা চলার বেগ তবু না থামায়
তবুও সোয়ার আবু হানিফা ঘোড়ায়
এখনো পাহাড়ে কান দিলে শোনা যায়।
এ জঙ্গ ইমাম আবু হানিফার ছিল
যেহেতু নবীর বংশে আঘাত লাগিল।
তবে,
এ কথা বলতে হবে,
দুনিয়ায় জালেমের এখনো অভাব
নাই, মাতবর সাব।
আর, নবীর দুলাল আর আমার দুলালে

আল্লার তরফে নাই তফাৎ আসলে।

গ্রামবাসী। খ্যাতে যে কিষাণ হাল দিয়া শস্য করে
—শস্য না দুঃখের দানা ওটে তার ঘরে।
গহীন গাঙে যে মাঝি জালে মাছ ধরে
—মাছ না নিজের জান বড় জালে পড়ে।
ফলবৃক্ষ যে জননী বাচ্চা কোলে করে
—বাচ্চা না মাটির দিয়া নিভা যায় ঘরে।
যে জোলা রঙীণ সুতা দিয়া নকশা ধরে
— নকশা না নিজের ভাইগ্য ভিজাচক্ষে পড়ে।

পীর। মোটকথা, এরকম দুনিয়ায় আছে যে যেখানে
তাদের কান্দনে
আরশের পায়া কাঁপে। যে কান্দায় মাটির দুলাল
সে মারে ভেস্তের গায়ে কঠিন কুড়াল।
সেইক্ষণে আত্মা কয়, কোথায় হানিফা?
মরা খ্যাতের লু—হাওয়া কয়, কোথায় হানিফা?
খরা যমুনার পানি কয়, কোথায় হানিফা?
নিশ্বাসে নিশ্বাসে কয়, কোথায় হানিফা?
কোথায় তোমার তেজ? কবে মুক্তি দিবা?
মাতবর সাব,
তখন নিজের মনে শোনা যায় দাপ
হানিফার ঘোড়ার লাহান;
শোনা যায় দুই পাড় ভাইংগা আসে যমুনার বান;
আসলে কিছু না—
আসলে পাপের শেষ, এ তারি সূচনা।

মাতবর সকলের দিকে তাকায়। কান পাতে আবার।

মাতবর। কই? নাই। সে আওয়াজ নাই। চইলা গেছে।
আবার আগের মতো সব চলতে আছে।
খাড়া আছে
যা ছিল যেখানে।
কিন্তু আপনে যাই কন, সর্বলোকে জানে
পুঁথির রচনাকার, সে মানুষ পাগল—ছাগল
তার দুইটা সম্বল—
আজগুবি কথা আর জোড়া জোড়া মিল
এই নিয়া পুঁথির জাম্বিল।
দিনের কামের শেষে গাও ছাইড়া দিয়া
খুব শোনা যায় পুঁথি হানিফার সেই জঙ্গ নিয়া।
তবে, মাথার আধাত দূরে যখন খাড়ায়
দিনের কঠিন সূর্য, কবিরা পলায়;
তখন কঠিন হাতে লোহার ফলায়
কঠিন মাটিতে হাল দিবার সময়;
তখন কবির পদ্য কোনো কামে লাগে না আমার;

কটিন জগতে কবি বেকার অসার।
শোনো ভাইসব, শোনো গেরস্ত সকল,
শোনো সতেরো গেরামবাসী, অযথা চঞ্চল
হয়া নাই কোনো ফল।
বুদ্ধিমান নাড়ায় না ডাল যে ডালে নিজেই বসা,
পয়সার দাম নাই যে পয়সা ঘষা।
মন রাখা চাই পরিষ্কার।
তবে, এও বলা দরকার
যে ডরের চাবুক দিয়া কাবু করতে চাইতাছে কেউ
তারা হইল মুক্তিবাহিনীর ফেউ
রাইতের আন্ধারের সুযোগে গেরামে
নাইমা পড়ছে। তবে, বাপ দাদা ময়মুরুব্বির নামে
এখনো মোমের বাতি যদি গোরস্তানে
জ্বালাইয়া থাকি রোজ, ঠিক তবে নিজের সিথানে
জ্বালায়া রাখবো এক সাহসের দিয়া।
তুফানের নদী দিয়া
বদর বদর,
ডর নাই, পার হয়া যাবোই সত্ত্বর।

পীর। লাইলাহা ইললেললাহ, লাইরাহা ইললেললাহ।

মাতবর। ডরাই না আমি। আইজ কি ডর দেখাও?
যদি শুনতে চাও
আরো কথা পরিষ্কার পানির মতন, শোনো কই
জঙ্গে জয়—পরাজয় আছে নিশ্চয়ই
তয় শোনো সব
ইয়া তখনি সম্ভব
যখন কব্জির জোর সমান সমান।
সৈন্যের সাথে কি পারে মারি কিষাণ?

পীর। আলামতারা কাইফা ফালা রাব্বুকা বিয়াস হাবিল ফিল।
তোমাদের মনে নাই আইসাছিল হাতির মিছিল?
জগৎ—পালক তার পরিণাম করেন ওসিল?
পাঠান কি নাই তিনি পাখি আবাবিল?
হাতির উপরে তারা মারে লাখো ঢিল।
চক্ষের নিমিষে শেষ, নিড়া দেওয়া খ্যাতের সামিল।

মাতবর। কার কথা কন?

পীর। যা দেকি এখন,
দুই চক্ষু দিয়া।

মাতবর। তা হইলে বলেন,
আপনের দুই চক্ষু দিয়া কি দ্যাখেন?

পীর। চক্ষু বুইজা আপনে কি দ্যাখেন?
চক্ষুটা বোজেন।

মাতবর চোখ বোঁজে।

মাতবর। আন্ধার?

পীর। আন্ধার।

মাতবর চোখ খোলে।

মাতবর। কার?

পীর। আর কার? চক্ষু বোঁজা যার।

মাতবর। গেরামের সকলের,
ভাব বুঝি, বুঝি না আপনের।
কখন যে কোনদিকে কথা কন বোঝ মুশকিল।
সময়ে আপনের সাথে চিন্তার আশ্চর্য মিল
হয়, একজোড়া বালার মতন, আবার আমার
সময়ে সন্দেহ হয়, বুঝি এইবার
আমার বিপক্ষে সুর স্পষ্ট শোনা যায়।

পীর। কথা হইল মোকাম কোথায়?

মাতবরের মুখে সূক্ষ্ম হাসি ফুটে ওঠে।

মাতবর। ভিতরে ভিতরে, আমার পক্ষেই হন আর বিপক্ষেই হন
এ কথাটা অস্বীকার করার মতন
আপনে যে লোক না, সকলেই জানে।
আর তারা এও জানে
যে আইজ তিন পুরুষ যাবত
আপনের বংশের দাদা পরদাদা পীরের বাবদ
যাবতীয় যা কিছু করার
আকছার
আমরাই কইরাছি। আমার এ বংশ কইরাছে।
তবে, এটুক বলার আজ দরকার আছে
যেমন আপনরে দেখি সক্কল সময়
আপনেও দেইখাছেন আমারে নিশ্চয়।
ঠিক কিনা কেন?
আপনের বংশের পীর আছিলেন যারা
আমার বংশের পরে সকলের দোয়া আছে খাড়া।
নাই কি না কন?
নিয়াছেন দিয়াছেন, দিয়াছি নিয়াছি।
এখন বিপদকালে সেই আপনে আর আমি আছি

দুইজন দিয়া আছি এক ছাতি যখন মাথায়
বাকি সব বাকির খাতায়।

যুবক। এইবার বাবা কি বলেন? দেখি, তিনি কি শুনান।
বহুৎ পুরানা ছাতি। পদ্মের লাহান
কামান আছিল তার। জলদি সারান।
ঝড়েতে মুশকিল হবে মাথাটা বাঁচান।

পীর ধীরে ধীরে লাঠির ওপর মাথা নামিয়ে, কপাল রেখে দাঁড়িয়ে থাকেন মূর্তির মতো।

গ্রামবাসী। বাবা, এরা পোলাপান।
মাপ চাই এদের তরফে।
কিছু মনে কইরেন না। তবে,
এই যে চলতে আছে চাইরদিকে যত আলামৎ
আপনের হঠাৎ চুপ তারো চেয়ে কঠিন বিপদ
বইলা য্যান মনে হয়।
াদালতে মোকদ্দমা চলার সময়
মনুষ যেমন হয় হঠাৎ স্তম্ভিত
আপনেরেও দেখি য্যান তেমন ভাবিত।
সাধারণ লোক আমরা, করি হালচাষ,
ইশারার চেয়ে ভালো বুঝি যা প্রকাশ।
কি কথার মধ্যে ফের কি কথার জোড়
পরিষ্কার কইরা কন, হুজুর সত্ত্বর।

মাতবর পীরের কাছে এগিয়ে যায়।

মাতবর। বুঝান আপনের কাম, চালান আমার।
বলেন এদের, আমাদের জয় হবে। তার
মধ্যে কোনো ভুল নাই।
এর থিকা আর কোনো উচা কথা নাই—
হ্যাঁ, যেমন রাজার হাতির থিকা বড় কিছু নাই।
শোনা—শোন তার মধ্যে সত্য কিছু নাই—
হ্যাঁ, যেমন যাদুর ঝুলিতে কোনো খরগোশ নাই।
আসলে তা মায়াজাল, কালো এক মস্তবড় জাল—
হ্যাঁ, যেমন জাইলার জালে পড়ে চিতল-বোয়াল
মানুষ ধরতে চায় গুজবের জাল।
তার সুতা কাটা চাই
এদের বুঝান চাই
যে আসলে মুক্তিবাহিনীর হাতে কোনো গ্রাম নাই।
বুঝান, বুঝান,
তুফানে শুনান দেখি একবার আপনের আজান।

পীর তবু নিশ্চল। তখন মাতবর নিজেই গ্রামবাসীকে বলতে থাকে।

মাতবর। ভাইসব, যখন দিনের শেষে ঘরে যাও, নিজের বিছানে

ঘুমে ভরা দুই চক্ষু; গুম যায় আছে যে যেখানে
তোমার হালের গরু, গাছপালা, তোমার সংসার
তখন সকলে বেবাক চিন্তার ভার, সমস্ত রক্ষার ভার
আমারে তুইলা দিয়া, এ হাতে আমার
ঘুম যাও; আমারে জাগতে হয় তখন আন্ধার।
তবে মে রাইখো কিন্তু, আমিই একা না।
তোমাদের অতশত জানার কথা না;
আরো আছে একজন, দেশের প্রধান,
তার হাতে চৌষট্টি হাজার গ্রাম
দুয়ার রক্ষার ভার দিয়া ঘুম যায়,
সক্কলের বোঝা তিনি নিজের মাথায়
নিয়া, পাহাড় খাড়ায়া য্যান সক্কল সময়।
দেশের প্রধান, তাঁর জানা আছে সব, কোন্ ঘাটে
কত পানি, আন্ধারে চোরের মতো কারা সিঁদ কাটে,
চক্ষের পলকে কারা যাদুমন্ত্রে নাই করে সোনার বাসন
তার চোখ আছে সর্বক্ষণ।
ভাইসব, তিনি সব জানেন, বোঝেন,
ব্যবস্থাও যা উচিত, নিয়া নিয়াছেন
তিনি অনেক আগেই। সাধ্য নাই মুক্তিবাহিনীর
এতটুক কানা ভাঙে রূপার কলসীর।
আরো কই, যখন তোমরা আজ এতটা অস্থির,
দেশের যেখানে যত গাঁও গঞ্জ বাজার বন্দর,
বন্দুক কামানে ভরা। আর মেলেটারির বহর
চোরাগোপ্তা যত জাগা জঙ্গল বডার
সবখানে আছে হুঁশিয়ার।
আরো শোনো, উড়া জাহাজের ঝাঁক ১০/২০/২৫ হাজার
চক্ক দিতাছে তারা, যদি বোমা মারে একবার
পিঁপড়ার মতো মারা যাবে মুক্তিবাহিনী তোমার।
আরো আছে বিনা তারে খবর দিবার
জবর ব্যবস্থা, যদি হয় দরকার
জরুরি তলব যাবে সারা দুনিয়ার
যেখানে যে বন্ধু আছে সাহায্য করার।
চক্ষের নিমিষে তারা দরিয়া পাহাড়
পার হয়া চইলা আসবে কাতারে কাতার।
এ জেরা একা না জাইনো দেশ আছে পাছে
এ দেশ একা না জাইনো সাথী াছে সকল বিদাশে।
কিন্তু মুক্তিবাহিনীর নাই
এমন কি পলানের ঠাঁই
কোনোখানে দুনিয়া জাহানে।
তারা রাজনীতির কি জানে?
দিশা তো পায় না কিছু! দুই একটা বন্দুকের ফুটফাট দিয়া
মনে করে, কেল্লা ফতে কিয়া।
আমি তো খুশিই আছি, মারে না মারুক
যত ইচ্ছা কামান বন্দুক,
কাছারী যে কয়টা পারে দিক না জ্বালায়

কুত্তা তাড়ান তাড়ায়া
আমার কয়টা লোক ধরে না ধরুক;
তারপর দেখা যাবে ফালুক ফুলুক।
যখন সাহস পায়া গর্তে দিবে হাত
তখনি হঠাৎ
ফোঁস দিয়া ফণা ধরে যেমন নাগিণী
ঝাঁপায়া পড়বে এই দ্যাশের বাহিনী
চারদিকে ঘিরা ধরবে লাখো মেলেটারি।
অন্যে করে ঠুকঠাক, কামারের একখান বাড়ি।

গ্রামবাসী। তবে কি এখন নিশ্চিন্ত হবার পারি,
মাতবর সাব?

মাতবর। মিথ্যা কথায় কি লাভ?
তারা সব নিয়াছে তৈয়ারী।
নিশ্চিন্ত নিরালা মনে বাড়ি যাও, বাড়ি।

মাতবর এখন চলে যেতে উদ্যত।

গ্রামবাসী। কিন্তু, আর একটা কথা হুজুর,
আসতে আছি অনেক দূর
থিকা, অনেক রকম লোকের
সঙ্গে পথে নানা আলাপের
মধ্যে একটা যে কথা—

মাতবর। কি কথা? আবার কি কথা?

গ্রামবাসী। কথাটা সংক্ষেপে, এই শুককুরে শুক্কুরে সাতদিন হয়া যায়,
গেরামের তল্লাটে তিরসীমায়
একটা মেলেটারির নামগন্ধ নাই।

মাতবর। কে কয়? যে কয় তার নাম জানতে চাই।

গ্রামবাসী। নাম হইল গেরামের বেবাক মানুষ।
কার কথা কমু? সক্কলেরই কিছু তো হুঁশ
আছে। যুদ্ধ দেশের ভিতরে শুরু হইবার পর
কিছু কিছু এলাকার কয়জন মাতবর
যখন নিশান হাতে যোগ দিল মুক্তিবাহিনীর
সাথে, আর শোনা গেল খাজনা বাকির
ধূম পইড়া গেছে প্রধানের খাজাঞ্চিখানায়,
তখনি সে মেলেটারি জরুরি নামায়।
এ তল্লাটে সতেরো গেরামে তারা
বসায় পাহারা।
ঘটনার গতি আরো—

মাতবর। সংক্ষেপে কও, সংক্ষেপে স্যারো।

গ্রামবাসী। সংক্ষেপে এই যে, পুকুরের পাড়ে খাড়া আচানক কলের কামান
হঠাৎ তামুতে ভরা গেরস্তর বাহির উঠান
নদীর কিনার দিয়া সারি সারি গর্ত রাতারাতি
যেদিকেই চোখ পাতি
খাকি, খাকি, চারদিক খাকি,
অচিন চেহারা, যন্ত্র, আশেপাশে, ভয়ে ভয়ে থাকি।
সারা খ্যাত তছনছ, সবজির বাগান শেষ, গরুভেড়া রোজ কম হয়
অথচ আপনের কথা, তারা আছে বইলাই নির্ভয়।
রাজী আছি তাও,
এখন যে তারা সব ঝাড়ে মূলে এক্কেরে উধাও
গায়েব কামান তাম্বু, সৈন্যরা ফেরার।
লোকে কয়, যুদ্ধের রকম বেশি সুবিধার
না যাওয়ার ফলে
পিছটান দিছে দলেবলে।

মাতবর। মিথ্যা কথা, ডাহা মিথ্যা কথা, তারা এখানেই আছে
আছে এই তল্লাটেরই ধারে কাছে
নতুন কৌশল নিয়া নতুন জাগাতে।

গ্রামবাসী। কথা কিন্তু কই যারই সাথে
সেই কয়,তারা নাই, আর দেখি নাই।

মাতবর। দ্যাখো নাই?

গ্রামবাসী। সাতদিন হয়া যায় কেউ আসে নাই।

মাতবর। আসে নাই?

গ্রামবাসী। কতকটা তাই শুনতে পাই।

মাতবর। আর আমি যদি সে কথা উলটাই?
যদি আমি অন্য কথা কই?

গ্রামবাসী। কথা তো অনেক শুনি, চক্ষে দেখি কই?

মাতবর। মেলেটারি এখনো মৌজুদ াছে।

গ্রামবাসী। শব্দ তো শুনি না।

মাতবর। এখনো আগের মতো পাহারা দিতাছে।

গ্রামবাসী। চক্ষে তো দেখি না।

মাতবর। এমনকি এই গতকাইলও ক্যাপ্টেন সাব ঘুইরা গেছে।

গ্রামবাসী। বিশ্বাস করি না।
সত্য কন।
সত্য কন।
সত্য কন।
সত্য কন।

মাতবর। সত্যই কই ভাইসব।

গ্রামবাসী। মিছা কথা সব।
মিছা কথা সব।
মিছা কথা সব।
মিছা কথা সব।
মিথ্যা কন।
মিথ্যাকন।
মিথ্যা কন।
মিথ্যা কন।

মাতবরের মেয়ে দৌড়ে ঢোকে। গ্রামবাসী অবাক হয়ে যায়, কারণ মাতবরের মেয়েকে সচরাচর বাইরে দেখা যায় না।

মেয়ে। শান্ত হন, হাত জোড় করি শান্ত হন।

মাতবর। মা, তুই? মা।

মেয়ে। হ্যাঁ।
উপস্থিত সক্কলেলে কই, বিশ্বাস করেন
আমার বাজান তিনি সত্যই বরেন
মেলেটারি এ বাড়িতে আইসাছিলেন।
এর মধ্যে কোনো ভুল নাই
কোনো সন্দ নাই
যে তিনি নিজেই কাইল আইসাছিলেন।
যেমন মানুষ গেলে পথে চিহ্ন থাকে
আছে চিহ্ন আছে
যেমন বানের শেষে পাড়ে চিহ্ন থাকে
আছে চিহ্ন আছে
যেমন বানের শেষে পাড়ে চিহ্ন থাকে
আছে চিহ্ন আছে
যেমন মারীর শেষে গায়ে চিহ্ন থাকে
আছে চিহ্ন আছে।
যেমন হিমের শেষে ডালে চিহ্ন থাকে
আছ চিহ্ন আছে।
একবর্ণ মিছা না যে আইসাছিলেন।
তবে জিগ্যাসা করেন

রাজানেরে একবার জিগ্যাসা করেন,
তিনি ক্যান গতরাইতে আইসাছিলেন?

মাতবর। মা, মা—রে।

মেয়ে। মা বইলা কে ডাকে আমারে?
জিগ্যাসা করেন, জিগ্যাসা করেন,
মেলেটারি সাব ক্যান গতকাইল আইসাছিলেন?

মাতবর। চুপ কর। চুপ কর।
যা জলদি বাড়ির ভিতর।
বেপর্দা, বেহায়া,
যত পরপুরুষের ভিতরে খাড়ায়া।
আসলে এ কথা আমি জানতে দেই নাই এতদিন
কাউরেই, যে তর আছর নিয়া আছে এক জ্বীন
বহুদিন থিকা।— সক্কলেরে কই
আমার নিজের মেয়ে তোমাদের নিজের মতই,
আমার ইজ্জলি তোমাদের নিজের ইজ্জত
যখন তা চইলা যায়, হায় হায়, আন্ধার জগৎ।

কেউ সাড়া দেয় না। মাতবরের মুখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে।

মেয়ে। কেউ যাইতে চায় না বাজান।
ক্যান জানতে চান?
নিজের মুখের দিকে একবার নিজেই তাকান।
কি দেখতে পান?

মাতবর হতভম্ভ হয়ে চারদিক তাকায়, কেউ নড়ে না, বরং তারা একটু এগিয়ে আসে,
মাতবর এক পা পিছিয়ে যায়।

মাতবর। পায়ে ধরি তর, তুই ঘরে যা এবার।
তর আছে যা কওয়ার
পরে তুই ইচ্ছা মতো আমারেই কইস। একবার
কথা শোন, তুই হলি সন্তান আমার।

মেয়ে। সন্তান না দেখে যদি, কে াছে দেখার?
ঠিক এই এক কথা আরো একবার
বাজান আপনের মুখে শোনার কপাল হয়
—মনে আছে?— গতকাইল সন্ধ্যার সময়?
তখন পুকুর থিকা ফিরা আসছে হাঁস,
নিজ হাতে ঘরে নিছি, খিল দিছি, শিয়াল খাটাস
য্যান নাগাল না পায়। নমাজের শেষে আম্মাজান
উঠানে খাড়ায়া কইল, অরে, আনাজের ডালি আন
রাইত হয়া যায়, হাঁড়ি এখন না চুলায় দিলে পর
খাওয়া—দাওয়া করতে করতে নিশি দু'পহর।

আনাজ কুটতে আছি। একা পাকঘর সুনসান।
হঠাৎ আছাড় দিয়া আসমানে দেখা দিল চান
এক ফালি কদুর লাহান।
কি জানি কিসের ডরে ছ্যাঁৎ কইরা উঠল পরাণ।
একবার মনে হইল কার য্যান ছায়া
কে য্যান খাড়ায়া
পাকঘরের দুয়ারে। দেখি, আপনে, পটের লাহান।
'কি লাগবে? কি দিমু বাজান?'—
তার না দিয়া উত্তর
'তর মা—য়ে রুই?' বইলা ঘরের ভিতর
গিয়া কইলেন, পাকঘর খিতা শোনা যায়,
'মেয়েটারে মেলেটারি চায়।'
কইলেন, 'এতে কোনো দোষ নাই,
রাজনী করছি সে হইবো আমার জামাই।'
কইলেন, 'কলমা পড়ায়া দিমু রীতিমতো বিয়া
না হয় দেশের ছেলে না—ই হইলো, দেশ ধুইয়া
পানি খামু? দেইখা নিও এই যুদ্ধ শেষ হইলে পর
সোনায় মুড়ায়া দিবে তোমার এ ঘর।'

গ্রামবাসী। সত্য কিনা সত্য কিনা সত্য কিনা কন।
এই বিয়া হইল কখন?
আপনের মেয়ের সাথে ইস্কুলের মাস্টারের
যে বিয়া আছিল ঠিক, মেয়ে যার ছাত্রী ছিল,
যে বিয়া যুদ্ধের
জন্যে পিছায়া দিলেন, হইলো কি তার?

মাতবর। কোথায় মাস্টার?
সক্কলে জানে সে গেছে মুক্তিবাহিনীতে।
তার হাতে কও মেয়ে দিতে
আমারে?—যে কসম খোদার
সবের উপরে চায় দুষমনের হাত থিকা দেশের উদ্ধার।

গ্রামবাসী। দেশের উদ্ধার, না কি, নিজের বিস্তার?

মতাবর। তোমাদের নামের বিস্তার
তোমাদের বংশের বিস্তার
সারাদেশে সুখের বিস্তার
চাই নাই অন্য কিছু আর।

মেয়ে। আর সুখ নিজের মেয়ের? কন, কি হইলো তার?
—জিগ্যাসা করেন তারে, এক রাত্রি পরে
সাধের জামাই তার নাই ক্যান ঘরে?
রাত্রি দুইফরে
সে ক্যান ফালায়া গেল আমার জীবন
হঠাৎ খাটাশে খাওয়া হাঁসের মতন?

—করেন জিগ্যাসা।

মাতবর। চুপ কর, চুপ কর।— যমুনার বানে ভাসা
হালের বলদ য্যান আছিল যা আশা
উত্তরের ঢলে দারুণ সোঁতের টানে ঘূর্ণি দিয়া যায়
তলায়, তলায়।
চুপ কর।
কোথায় কি য্যান কে মাথা চাড়া দিয়া ভয়ঙ্কর
আমার চায়ার পরে বড় এক ছায়া ফেইলাছে
আমার বেবাক বুদ্ধি ভৌকাট্টা ভাইসা যাইতাছে
চৈতের ঘুড্ডির মতো পাথারের মাথার উপরে
যদিও এখনো সুতা হাতের ভিতরে,
নাই, নাই, আর কিছু নাই।

গ্রামবাসী। মাতবর সাব, আমরা পরিষ্কার সব জানতে চাই।
তাজ্জব, তাজ্জব এই আচানক আবিষ্কার—
যে দেয় অভয় তার নিজেরই সংসার
কালের ইন্দুরে কাটে, করে ছারখার।
ঘনায়া আসতে আছে চারদিকে যখন নিদান
যখন বাঁচায়া নিতে পারে এক দেশের প্রধান
যখন সমস্ত এক তার দিকেই ফিরান
তখন নির্ভয় তিনি নাই যদি দিবার পারেন
তখন অসার বাক্য ছাড়া যদি কিছু না বলেন
তখন লোকের মনে যমুনার ধু ধু জাগে চর
তখন হঠাৎ যদি শোনা যায় প্রধানের নিজেরই নির্ভর
নাই, তখন অন্তত, জানা গেলে জুড়ায় পরাণ
ভালো ভাগ্যে নাই হই, মন্দ ভাগ্যে সকলেই আমরা সমান।
কন, পরিষ্কার কন।
আপনের মেয়ের সাথে ঘটনা কখন?
আপনের ইজ্জত নিয়া কখন পলায়?
কখন কলমা হয়? বিয়া কে পড়ায়?
বিয়া কে পড়ায়?

পীর এবার মাথা তোলেন। কারো দিকে না তাকিয়ে বলেন।

পীর। যদিও সকল চক্ষু আমার উপর। না, আমি না।
এ বিয়ার কিছুই জানি না।
আমি কলমা দেই নাই মাতবরের মেয়ের বিয়াতে।

গ্রামবাসী। কে তবে দিয়াছে?
কে তবে দিয়াছে?

কয়েক মুহূর্ত ইতঃস্তত করবার পর মাতবর বলে।

মাতবর। আমি। আমি তার হাতে নিজেই আল্লার নামে দিয়াছি মেয়েরে।
আমি জানি আল্লাতালা হাশরে আখেরে
এ বিয়া কবুলভাবে অবশ্য নিবেন। আমি জানি
সাফ দেলে ডোবার পানি হয় জমজমের পানি

আমি জানি আল্লার কালাম হইল নিজেই বুলন্দো
পাপী তাপী পীর পাগলা কানা খোড়া আতুর বা অন্ধ
যেই তা জিহ্বার পরে উচ্চারণ করে একবার
হুজুরে কবুল হয়, কোনো শক্তি নাই দুনিয়ার
করে তা নাচার।

গ্রামবাসী। এ সাফাই দিবার কি দরকার?
সকলেরই জানা কথা, কলমায় আছে অধিকার
প্রত্যেকের সমান সমান।
অস্বীকার করতে চান?

মাতবর। তোমরাই আছো অস্বীকার।
আর তাই এখন আমার
দিকে চক্ষু দিয়া আছো যান আল্লাহতালার
গায়েবি চাবুক পিঠে পড়তে আছে
দাগ ফুটতে আছে
য্যান আমি কাবিলের মতো, দুনিয়ায় কোনো জাগা নাই
যে লুকাই।

গ্রামবাসী। কাবিল, কে কাবিল?

পীর। কাবিল
ও হাবিল ছিল দুই ভাই, তথাপি কাবিল
নিজের আপন ভাই সেই যে হাবিল
তার জান নিয়াছিল, দুনিয়ার পরথম খুন।
তারপর সেই পাপ কি ভাবে সে করে গুম
এই ডরে লাশ কান্ধে নিয়া
সমস্ত দুনিয়া
কাবিল দৌড়ায়।
এমন জায়গা নাই সারা দুনিয়ায়
যে পলায়—কোথাও পলায়।

গ্রামবাসী। এর চেয়ে পরিষ্কার বলা আমাদেরও মুশকিল
ছিল মাতবর সাব। আমাদেরও এক তিল
সন্দেহ ছিল না আজ ফজরের সময় থিকাই
যে আপনের কারবার কিছু আর ঢাকা নাই।
নাই ঢাকা নাই।
চাদর উড়ায়া নিছে মানুষের বুকভাঙ্গা শ্বাস
বৃক্ষনাই পাথারের পরে শোয়া উদলা এক লাশ।

মেয়ে। সে আমার জীবনের লাশ।

গ্রামবাসী। আমাদের জীবনের লাশ।

মাতবর। ভাইসব।

গ্রামবাসী। বেবাক বংশের লাশ

বেবাক স্বপ্নের লাশ।

মাতবর। শোনো, ভাইসব।

গ্রামবাসী। আমাদের গেরামের লাশ।
চৌষট্টি হাজার লাশ।
খুনী কে?
কুনী কে?
খুনী কে?

পাইক *(স্বগত)*। লাঠির ভিতরে গুপ্তি, সামলায়া রাখা লাগে
কখন কে দ্যাখে।

গ্রামবাসী। খুনী কে?

মেয়ে। জিজ্ঞাসা করেন তারে, কে, খুনী কে?

মাতবর। আর কি করার ছিল, আমার, আমার।
মা আমার তুই একবার
আমার সিথান থিকা দ্যাখ, বল, কি ছিল আমার
আর উপায়—অন্তর?
কয়দিন অনুপস্থিত থাকার পর
গতকাল বিকালের থমথমা পথের উপর
ক্যাপটেন সাবের জীপ আচানক উপস্থিত হয়
সেই চকরা বকরা রঙ, বন্দুক বসান খাড়া, দেখলেই ভয়
করে য্যান কে াচিন দাঁতাল
কানা চোখ, কঠিন সূচাল
মুখ ধায়া আসে; জীপ থামে বাড়ির উঠানে
দেখি ক্যাপটেন একাই আইজ, লাফ দিয়া নামে
কয় 'মাতবর কথা আছে।' কি কথা আবার?
তবে কি সত্যই সব শোনাশোন যত সমাচার
যে ঘিরা ধরতে আছে মুক্তিবাহিনী এবার?
তারে নিয়া বাংলা ঘরে যাইতেই সে কয় আমারে
'এতকাল যে লোক নিজের লোক তুইলা দিতে পারে,
কও, বিশ্বাস কি তারে?'
হঠাৎ থরথর কইরা ওঠে সারা গাও। কিছুই বুঝি না
সেকি কয়, কারে কয়, ক্যান কয়, কারণ দেখি না।
আবার সে কয়, 'তবে, যাইবার আগে—'
কথাটা শোনার পর
আমার অন্তর
কি যে কয়া উঠছিল, কি ভাবে বুঝাই?
সময় তো নাই।
কইলাম, ক্যাপটেন সাব
কোনোদিন আপনেদের কথার খেলাপ
করি নাই, প্রতিবাদ করি নাই; স্মরণ করেন যদি

নিশ্চয় স্মরণ হবে, আপনেদের লাভক্ষতি
চিরকাল বিবেচনা করছি নিজের। তাই
আপনেরে দিবার কিছু বাকি রাখি নাই।
যখন চেনেন নাই, পদঘাট চিনায়া দিয়াছি
যখন পারেন নাই, কত লোক ধরায়া দিয়াছি
যখন যোগাড় নাই, দুইবেলা খাবার দিয়াছি
সাধ্যে ছিল যতটুক তারো বেশি দিচ্ছি আমি সকল সময়।
হাতে ধইরা কইলাম, ক্যাপটেন সাব যদি মর্জি হয়
মেয়েটার বিয়া ঠিক, ভিক্ষা দেন আমার ইজ্জত,
বদলে যা কিছু চান, আপনের যে কোনো খেদমত
করতে কন, রাজী। মনে নাই কি ভাবে ছিলাম
পায়ের উপরে খাড়া। কতভাবে কইলাম
তারে। কইলো সে, 'মেয়েরে না দ্যাও যদি
আজ শ্যাষ, বাড়িতে আগুন দেবো, উঠানে রক্তের নদী
হয়া যাবে।' বুজলাম, নিবেই সে নিবে। উপায়-অন্তর
নাই, তাই কই, আপনের আমার যদি হয় এক পেগাম্বর
এক আল্লা এক ধর্ম, তবে অনুরোধ একটা রাখেন
আমার মেয়েরে আপনে বিবাহ করেন।
'বিবাহ? পাগল তুমি। অসম্ভব।' সে কয় আমারে।
কইলাম, কেউ জানতে পারবে না, কেবল আল্লারে
একমাত্র সাক্ষী থুইয়া আমি নিজে কলমা পড়াবো
তারপর মেয়ে তুইলা দেবো
আর আমি, আর আমি, দুই চক্ষু যেই দেশে যায়
পাগলের বেশে চইলা যাবো। আমার কথায়
কি মনে কইরা সে রাজী হইলো। কলমা জানি না,
কিভাবে বিয়ার কোন দোয়া পড়া লাগে তাও কিছুই জানি না
কেবল হাতের পারে মেয়েটার হাত দিয়া
াালআহতালার নাম তিনবার নিয়া
কইলাম— কি কইছি, মনে নাই, কিছু মনে নাই,
সোনার পুতুল আমি এইভাবে সাগরে ভাসাই।

মাতবর চেয়ারের পিঠে মাথা নামিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে।

পীর। লাইলাহা ইলেলেললাহ, লাইলাহা ইলেলেললাহ।

মেয়ে এগিয়ে যায় পীরের কাছে।

মেয়ে। আল্লাহতালার নাম
কলমা কালাম
আপনের কাছেই শেখা, অতি ছোটবেলা
মনে আছে, সকালে বিকালে খ্যাতের ভিতর দিয়া বাবা আপনে রোজ
দুইবেলা
আসতেন, আমার পুতুল খেলা
ফালায়া তখন, ওজু নিয়া
মাথায় কাপড় দিয়া

বসতাম আমপারা হাতে। ভুল হইলে পর
হাতের পানখার বাড়ি পড়ত এই পিঠের উপর।
মনে আছে, বাবা? গ্রীষ্মকাল, আমের নতুন বোল
ধুলার চক্কর খাতে, দূরে বাজে ঢোল
কুমার পড়ায়। কইতেন, মন দে পড়ায়,
দুনিয়ার হেলায় পেলায়
যার দিন যায়
আখেরাতে তারে মাফ করে না আল্লায়।
আল্লা? সে কেমন? তার কেমন চেহারা?
এ গাঁয়ে সাহেব এক পাঁচ হাত খাড়া
একবার আইসাছিল ঘোড়ায় সোয়ার
লাল দপদপা চেহারাটা তার
আগুনের গোলার লাহান যায় ঝিলিমিলি পাটের পাতার
মাথার উপর দিয়া— দেখা যায়, য্যান দেহ নাই
একবার দেইখাছি আর দেখি নাই।
মনে হইত যখনি আল্লার
কথা, মনে পড়ত সেই মুখ তার।
দেহ নাই, খ্যাতের ভিতরে এক ঘোড়ায় সোয়ার।

পীর। খবরদার, বেটি খবরদার,
আল্লার আকার নাই, নিরঞ্জন তিনি নিরাকার।

মেয়ে। নিশ্চয়, নিশ্চয় বাবা, আপনে কতবার
এই কথা কানে দিয়াছেন। অচিন গঞ্জের
বুকের উপর দিয়া যেমন অন্ধের
হাত ধইরা নিয়া গেলে কি বোঝে সে বাজারে কি মাছ,
মণিহারী কি নতুন, সাবান, রেশমি চুড়ি, মিঠাই, আনাজ
কি উঠছে, মানুষ কেমন হাটে, গাঙে নাও কতগুলা, তার
কতটুক জানতে সে পারে ? খালি পার
হয়া যায়। আমিও সে লোকের লাহান
আমপারা, সুরা, দোয়া, দরুদ, কোরাণ
পার হয়া গেছি বাবা আপনের সহায়ে;
য্যান এক বিশাল গেরাম, আমার ডাইনে বাঁয়ে
লোকে কথা কয় কিন্তু অচিন ভষায় তার কিছুই বুঝিনা;
কেবল কন্দন শুনি, কান্দনের কারণ জানি না।
নিশ্চয় নিশ্চয় বাবা, নিরঞ্জন আল্লা নিরাকার—
আরো সত্য, তাঁর ভাষা বহুদূরে আমার ভাষার।

পীর। খবরদার, বেটি খবরদার,
তাঁর ভাষা অর্থে নয় ঈমানেই হয় পরিষ্কার।

মেয়ে। বাবা, তাই যদি হয়, তবে অন্তরে আমার
কারো চেয়ে কিছু কম ঈমান ছিল না। পরিষ্কার
তবু ক্রান কিছুই বুঝি না? আল্লাহতালার
নাম যদি দয়াময়

যদি তিনি সত্যই পারেন দিতে বান্দারে নির্ভয়
যদি সত্যই সকল শক্তি তাঁরই হাতে হয়
যদি সত্যই সকল বিষ তাঁরই নামে ক্ষয়
তবে, কোথায় সে দয়াময় আছিলেন, কোথায়, কোথায়?—
কোথায় নির্ভয়দাতা আছিলেন, কোথায়, কোথায়?—
যখন আমার ঘরে কালসাপ উইঠা আসছিল
যখন আমার দেহে কালসাপ জড়ায়া ধরছিল
যখন আমার বুকে কালসাপ দংশাইয়াছিল
বলেন, জবাব দেন, কোথায়, কোথায়?
বেহেস্তের কোন্ বাগিচায়
বলেন থাকলে পর বান্দার বান্দন তার কানে না পশায়?

পীর। খবরদার, বেটি খবরদার,
মানুষের অধিকার নাই তারে সোয়াল করার।

গ্রামবাসী। সত্য কি না, কয় কে ?
সত্য কি না, কয় কে ?
জানা নাই
জানা নাই
জানা নাই
জানা নাই
বাবা, কইতে দ্যান তারে।
বাবা, কইতে দ্যান তারে।

পীর। বান্দা, খবরদার।

মেয়ে। মানুষের অধিকার নাই তারে সোয়াল করার।
তবে আছে অধিকার নামটি নিবার
উচ্চারণ ক্যাবল করার।
আর তাই বাজান আমার
আল্লাহতালার নাম নিয়া তিনবার
আমারে পাঠান তিনি পাপের রাস্তার
পরে, পাপ হাজারে হাজার
মানুষ নিশ্চিন্তে করে, সাক্ষী নাম সেই তো আল্লার।
না, কিছুতেই বাজানের কোনো বাধে নাই
কারণ, দিছেন তিনি আল্লার দোহাই।
তাঁর কাছে আখেরাতে কবুল এ বিয়া,
কারণ, তা করা হয় নাম, ঐ এক নাম নিয়া।
না, আর কিছু নাই, খালি এক নাম,
নিরাকার নিরঞ্জন নাম
নামের কঠিন ক্ষঅরে লোহাও মোলাম
সেই এক নাম।
নামের তাজ্জব গুণে ধন্য হয় পাপের মোকাম;
চোরের আস্তানা হয় বড় কোনো পীরের মাজার।

পীর। খবরদার, বেটি খবরদার,
এ সব শিখায়া দিছে তারে ঐ জুন মাস্টার
যার সাথে কথা তর আছিল বিয়ার।

মেয়ে। না, না, বাবা, শিখছি যা আপনের কাছেই।
আপনেরাই শিক্ষা দেন, আর সেই
শিক্ষা নিয়া চলি, অন্তরে পাষাণ আর দুই পায়ে বেড়ি,
এক জোড়া চক্ষু ছিল তাও আপনেরই
হাতে দিছি আপনেরই বেতন হিসাবে,
চালান যেভাবে—
চলি, আপনেরই কথা— সব কিছু আধেরে মিলাবে।

পীর। আর তর সে মাস্টার কয়, সম্ভব কি ভাবে?
পুস্তক ফালায়া তাই হাতে নেয় কামান—বন্দুক
বাপদাদা কাইল্যা যত দালান ভাঙুক
তাতে তার কিছু নাই, পাগলা ঘোড়ার
দাপটে দুনিযাটারে করা চাই নষ্ট ছারখার
এই কাম তার।

গ্রামবাসী। তার নাম করার কি দরকার?
অনর্থক অযথা কথার?
কেউ কোনোদিন অন্যেরে চাপান দিয়া হয় নাই পার,
চাই সত্য বিচার, বিচার।
বিচার, বিচার চাই, বিচার, বিচার।

পীর *(স্বগত)*। হঠাৎ বদল দেখি সমস্ত লোকের
হঠাৎ আতশ দেখি দৃষ্টিতে চোখের
হঠৎ মাতন শুনি দারুণ ঝড়ের
হঠাৎ কানন শুনি নিজের বুকের।

গ্রামবাসী। বাবা, আপনে চুপ ক্যান, বিলম্ব কিসের?

পাইক *(স্বগত)*। গতিক বিশেষ মন্দ মনে হইতাছে
গুপ্তিটা নিজের কাছে
রাখা টিক কিনা, আমারে কে কয়?
আগে যদি আমারেই লয়?

গ্রামবাসী। বিলম্ব কিসের?
কও, বিলম্ব কিসের?

পীর *(স্বগত)*। রক্তের লবণস্বাদ হঠাৎ জিহ্বায়
ভস্ম ঝরে পাখি যত ডানা ঝাপটায়
বৃক্ষেরা চিৎকার দিয়া শূন্য হয়া যায়
পাহাড় চঞ্চল হয়া যথা ইচ্ছা ধায়।

দূরে গোলা ফাটার শব্দ শোনা যায়, যেন ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

গ্রামবাসী। বিচার, বিচার চাই, বিলম্ব কিসের?
মুখের কথার চেয়ে প্রয়োজন চাক্ষুস কাজের।
সময় ফুরায়া যায়, ছায়া লম্বা হয়
মুক্তিবহিনীর লোক এখন নিশ্চয়
গেরামের সীমানায় পৌঁছাইযা গ্যাছে।
ওই ঘোর শব্দ শোনা যায়, এখনো সময় আছে
এখনো সময় আছে ভাইসব রক্ষা পাওয়া। রক্ষা চাই
যার যার কাজ থিকা, যা করছি সবাই।
সময়, সময় নাই,
বেলা যায়, পায়ের আওয়াজ ঐ পাওয়া যায় টের।
কও বিলম্ব কিসের?

মেয়ে। আপনেরা বিচার চান, কারণ সামনে আছে দিন, আরো দিন
আরো শষ্য, আরো কত হালখাতা, তারাবাজি, আহ্লাদের দিন।
আপনেদের দুঃখেরও দিন আছে, আরো কত কষ্টের অদিন,
বান, খরা, সাপের ছোবল, কত ব্যারাম অচিন,
সুখের দুঃখের দিন।
আমার কি আছে? গ্যাছে সুখ
য্যান কেউ নিয়া গ্যাছে গাভীনের বাঁটে যতটুক
দুধ আছে নিষ্ঠুর দোহন দিয়া। সুখ নাই এখন সংসারে
দুঃখেরও শক্তি নাই দুঃখ দেয় আবার আমারে—
যেমন বিষের লতা, তারও জন্ম নাই কোনো নুনের পাহাড়ে।

মাতবর। মা, আমার। আহা রে!

মেয়ে। যখন আসল সত্য ওঠে লাফ দিয়া
তখন দুনিয়া
আচানক মনে হয় সোনার শিকল কাটা পাখির লাহান
দেখা যায় জমিন ও আসমান।
দেখেন, দেখেন, তবে, একবার ডানা ঝাপটায়া
এখনি উড়াল দিবে সমস্ত ফালায়া।

মেয়ে হঠাৎ বিষপান করে এবং মাটিতে পড়ে যায়। গ্রামবাসী রমণীরা তাকে কোলে নেয়।

গ্রামবাসী। আহ্য! ইস্, ইস্
ধুতুরার বিষ।

মাতবর। মা, মা, মা আমার, শোন, কথা শোন,
এ ভাবে নিজের হাতে দিলি তাই নিজের জীবন?
যাইস না, যাইস না, অরে মানিক আমার
যমুনার পাড় হয়া তরে আমি বাঁচাবো আবার
যমুনার হাত থিকা, একদণ্ড দাঁড়া।

গ্রামবাসী রমণীরা বিলাপ করতে থাকে।

পাইক। কে চায় নিজের ঘরে নষ্ট মেয়ে, নিজের গেরামে

কে চায় কলঙ্ক দিতে, সমস্ত সতীর নামে
কালি পড়ে াকছে থাকে যদি
একটা অসতী।
শোনেন এখনো যদি খোলা থাকে কান
কুল নষ্ট মেয়েছেলে কুত্তাচাটা থালার সমান।

বিলাপ চরমে ওঠে।

মাতবর। কইলি কি তুই? আমার সম্মানে লোকে তরে মান্য করে
যখন না খায়া ছিলি তরে আমি তুইলা আনছি ঘরে
বাঁশের লাঠিতে ভরা সূচাল গুপ্তির ফলা দিছি আমি তরে
আমার রক্ষায়, তরে জাগা দিছি আমি বিশ্বাসের পরে।
দে, দে, ফলা দে বসায়া তুই আমার পাঞ্জরে।

পাইক। কে কয় আমার কাছে আছে ফলা লাঠির ভিতরে?

গ্রামবাসী রমণীরা লাশ নিয়ে যায়।

মাতবর। ফিরা আয়, ফিরা আয়, মা—রে।
তোমরা কেউ যাইতে দিও না রে।

পীর। যায়, যাইতে হয়, তাই চইলা যায়
বাধা দিয়া লাভ নাই, দুনিয়ার চাকা পাক খায়।
এইসব আগাম নিগুম কথা আমি বহু আগেই জানায়
আসি নাই এ বাড়িতে কয়দিন হয়।
তরে এটাও নিশ্চয় এটাও আল্লার কথা মাতবর সাব
আত্মায় ঈমান যার, কোনোদিন তার কাছে পাপ
এতটুক ঘেষব না।
আলহাক্কো মুররুন— আপনের ঈমান ছিল না।

গ্রামবাসী। অমরাও তাই মনে করি। তার একফোঁটা ঈমান ছিল না।
পরিষ্কার আয়নার মতো বেবাক ঘটনা
সকলে দেখতে পায় নিজচক্ষে আইজ সারা দেশে।
এই যে লোকটা খাড়া, ভাইসব, মানুষের বেশে
এর চেয়ে বড় কোনো দাঁতাল আপনেরা
গহীন জঙ্গলে গিয়া ঘেরা দিয়া পিটাইয়া ঢেরা
পাইবেন না, মুশকিল আছে। আমাদের সুখ শান্তি আশা
নিজের স্বার্থের লোভে জলে দিছে ভাসা
এই সে লোকটা। তদুপরি যে পারে নিজের হাতে
নিজের রক্তের চিন সাগরে ভাসাতে
সেই লোক দারুণ ফোরাতে
হোসেনের পানি বন্ধ করার মতন
পাপকার্য সহজেই পারে। যতক্ষণ
জীবিত সে আছে, নাই আমাদের নিজের জীবন।

পীর তার লাঠি মাথার উপরে সোজা তুলে ধরে।

পীর। মোমিন খঞ্জর তোলে দেখা দেয় জালেম যখন।

গ্রামবাসী। চাই তোমার মরণ
মরণ, মরণ।

কয়েক মুহূর্ত সব স্তব্ধ।

মাতবর। আমার মরণ চাও? মারতে চাও? প্রাণ নিতে চাও?
আমারেই খুন করতে চাও?
আমার আপন সব, আমার মানুষ, সব আমার নিজের
একই মাটি দিয়া গড়া আমার দেহের
আইজ তারা রক্ত চায়, আইজ প্রত্যেকের
হাতে দেখি খালি পাত্র, কাতারে কাতার
পাত্র পুরা করতে চায় এ রক্তে আমার।

গ্রামবাসী। চাই, উদ্ধার, উদ্ধার।

মাতবর। আমারে মারলেই হবে গেরামের বিপদ উদ্ধার?
আমার তো সকলই গ্যাছে, কিছু নাই আর।
গুলির আওয়াজ শুনি নিকটে এবার
পায়ের আওয়াজ শুনি মাঠ হয়া পার
শত শত হাজার হাজার
দৌড়ায়া আসতে আছে এখানে এবার।
না হয় জালেম আমি, কও দেখি, একবার
বুকে হাত দিয়া কও, জালেম কি জন্মাবে না আর?
কোনো দেশে? কোনো বংশে? আবার? আবার?
আমার জীবন নিয়া তবে কও কি হবে তোমার?

গ্রামবাসী। আছে দরকার। আছে জরুরি কারণ।
যতটা না তুমি মন্দ বইলা দিবা তোমার জীবন
তারো চেয়ে, তোমারে যে মন্দ হইতে দিছি সর্বজন
তারই জন্যে চাই আইজ তোমার মরণ।
যদি না তোমার রক্ত গেরামের সড়ক ভিজাবে
তবে আবার কি ভাবে
মানুষ সড়ক দিয়া মাথা তুইলা যাবে?

পীর। লাইলাহা ইলেলেললাহ, লাইলাহা ইলেলেললাহ।

মাতবর। তবে শেষ অনুরোধ উপস্থিত সকলের পর
আমার গেরামে দিও আমার কবর।

গ্রামবাসী। অসম্ভব কথা, মাতবর।
সতেরো গেরামে নাই তোমার কবর।

মাতবর। আপনে তবে কথা দেন বাবা, যে আমার
কবর নিশ্চয় হবে যেখানে সবার।

গ্রামবাসী। কবর দিলেও তারে উঠাবো সে লাশ খুঁইড়া আমরা আবার।

পীর। উঠায়া নিলেই সব উঠান কি যায়?
দাগ একটা দাগ রাইখা যায়।
মাটিতে সে দাগ এত সহজে কি যায়?

মাতবর। বাবা, আরো একটু খুইলা যদি কইতে পারতেন।
যাইবার আগে, পুরান একটা কথা তা হইলে শোনেন।
চন্দন কাঠের এক বাকস ছিল বাজানের কাছে
নকশা করা, জিলিকে ধাঁধায় চক্ষু, ভিতরে কি আছে
কোনদিন জানতে পারি নাই।
কোনোদিন খুলতে পারি নাই।
কারণ, আমার কাছে তার চাবি নাই।
আসলে ভিতরে কিছু আছে কি না নাই
তাই বা কে কয়? তবু তাকে তাকে গ্যাছে কতদিন—
পারি নাই, দেখি নাই, বাজানের বাকসের অচিন।

দুম করে গোলা ফাটে। অন্ধকার হয়ে যায়। পর মুহূর্তে আলো জ্বলতেই দেখা যায়, মাথার ওপরে প্রকাণ্ড নিশান, মঞ্চ মুক্তিবাহিনীর লোকে লোকারণ্য। পাইকের এক হাতে লাঠির খোল, অন্য হাতে গুপ্তির রক্তাক্ত ফলা। পড়ে আছে মৃত মাতবর।

পাইক। এইমাত্র শেষ করছি বড় শয়তান।
ছোটখাটো আরো আছে। এখনি সন্ধান
করা না গেলে আাবর
বেবাক চম্পট দিয়া হয়া যাবে পার।

মুক্তিবাহিনীর লোক চারদিকে ফাঁকা আওয়াজ করে। চলাচল করে।

পাইক। এদিকে, এদিকে সব আসেন এখন
দেখাইয়া দেই সব কোথায় কখন
কি গজব কি আজাবে ছিল লোকজন
জালেমের হাতে ছিল যখন শাসন
শত শত মারা গেছে আত্মীয় স্বজন।
এদিকে, এদিকে সব আসেন এখন
দেখাইয়া দেই সব কি ভাবে কখন
মেলেটারি ঘাঁটি নিয়া ছিল কয়জন
কারা কারা সঙ্গে ছিল তাদের তখন।
অবিলম্বে সারা দেশ ঘেরা প্রয়োজন
জলদি জলদি সব চলেন এখন।

দুমদাম ফাঁকা আওয়াজ। সবাই বেরিয়ে যায়। আলো তিনটে জায়গায়; পতাকা, দাঁড়ানো পীর, মাতবরের মৃতদেহ।

পীর। দাগ, একটা দাগ রাইখা যায়।
সকলেশরিক হও তার জানাজায়।

আনো আনো লাশ আনো, আরো লাশ আছে
তোমার দক্ষিণে বামে লাশ আছে পাছে।
আনো লাশ, আরো লাশ, লাশের পাহাড়
সকলে দাঁড়াও ভাই কাতারে কাতার
অন্তত জীবিত আছো এইটুক শোকর গোজার।

বাতি নিভে যায় একে একে, পথমে পীরের ওপর, তারপর মাতবরের ওপর।
সবশেষে পতাকার ওপর আলো থাকে।

১লা মে - ১৩ই জুন ১৯৭৫
হ্যাম্পস্টেড, লণ্ডন।

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত